দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায়

দিনভর অবরুদ্ধ নীলক্ষেত, রাজধানীজুড়ে দুর্ভোগ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা অনার্স চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকার নীলক্ষেত মোড় দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এতে সায়েন্সল্যাব, কাঁটাবন, শাহবাগ, নিউমার্কেট, গ্রিন রোড এবং ধানমন্ডি সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অসহনীয় ভোগান্তি পোহাতে হয় পথচারীদের। গুরুত্বপূর্ণ এ এলাকার মূল সড়কটি বন্ধ থাকায় পুরো রাজধানীতেই যানজট ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, ২০১১-১২ সেশনের শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বর্ষের এবং ২০১৪-১৫ সেশনের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষের ফল দীর্ঘদিন ধরে আটকে আছে। চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। আর দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ৬ ফেব্রুয়ারি, চলে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু পরীক্ষার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও ফল প্রকাশ হয়নি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সাতটি কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়। এগুলো হলো— ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। ঢাবির অধীনে

আসার পর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

ফল প্রকাশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজগুলোর পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়। পরীক্ষার সময়সূচি না দেওয়ায় গত জুলাই মাসে শিক্ষার্থীরা প্রথম দফায় আন্দোলনে নামে। সে সময় পুলিশের ছোড়া টিয়ার শেলের আঘাতে চোখ হারান তিতুমীর কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সিদ্দিকুর রহমান।

গতকাল সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করে রাখতে দেখা গেছে। কোনো ধরনের যানবাহন এমনকি পায়ে হাঁটা মানুষদেরও তারা নীলক্ষেত এলাকা দিয়ে চলাচল করতে দেয়নি। এভাবে পথ আটকানোর কারণে পথচারীদের অসহনীয় ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিশেষ করে অফিস-আদালতে আসা মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে।

বেলা সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে যান। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের নভেম্বরের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের আশ্বাসে ভরসা নেই উল্লেখ করে ফল প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখসহ অন্যান্য দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন।

শফিকুল ইসলাম নামে আন্দোলনরত এক ছাত্র ইত্তেফাককে জানান, চতুর্থ বর্ষের স্নাতক পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবিতে তারা সকাল ৯টা থেকে নীলক্ষেতের মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর চতুর্থ বর্ষের ফল গত মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাদের ফল এখনো প্রকাশ না হওয়ায় তারা স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারছেন না। তাদের জন্য দাবিগুলো হলো— ১ হাজার ২০০ ছাত্রের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, তৃতীয় বর্ষের রুটিন প্রকাশ করা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট।

সার্বিক বিষয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা কলেজের ছাত্র ওমর ফারুক বলেন, উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান নভেম্বরে ফল প্রকাশের যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন অব্যাহত রাখবো।

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, শিক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে ৯টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখে। তাদের জনভোগান্তির কথা বিবেচনা করতে বললেও তারা শুনেনি। আগামীকাল (আজ) তারা আবার ঢাবির ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

এ দিকে এ আন্দোলনের কারণে তীব্র যানজটে নাকাল হন নগরবাসী। গতকাল সপ্তাহের প্রথম দিনে শ্যামলী, মোহাম্মদপুর থেকে অফিসের পথে বের হওয়া নগরবাসীর কলাবাগান, ধানমন্ডি, নিউমার্কেট এলাকা পার হতে ঘণ্টা দুই সময় লেগেছে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাস্তায় জ্যাম থাকার কারণে এবং নিউ মার্কেট এলাকায় শিক্ষার্থীদের জমায়েতের কারণে আড়ং সিগন্যালে ডাইভারশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে প্রথমে মিরপুর সড়কে। এরপর তা একদিকে নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গাবতলী অন্যদিকে ফার্মগেট, কাঁটাবন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের সবগুলো সড়কে। ক্রমেই তীব্র ভোগান্তির কবলে পড়তে হয় তেজগাঁও থেকে শুরু করে নিউমার্কেট ও শ্যামলী থেকে সায়েন্সল্যাবের গোটা এলাকাতেই।

জানা গেছে, তীব্র এ যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ আসাদ গেট থেকে সোজা মিরপুর রোডে গাড়ি ঢুকতে না দিয়ে ডাইভারশন করে দেওয়া। এ সময় কলাবাগান, ধানমন্ডি থেকে আসা সব গাড়িকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মানিক মিয়া এভিনিউয়ে। এতে এ এলাকায় গাড়ির চাপ বেড়ে যাওয়ায় খামারবাড়ি হয়ে কাওরান বাজার পৌঁছাতেও ঘণ্টাদুয়েক সময় লেগে গেছে।